দুর্গোৎসব।

উদ্ভট কাব্য।

শ্রীষড়ানন্দ শর্ম্মা কর্ত্তৃক
বিরচিত।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

ব্যবসায়ী যন্ত্রে শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গীয় পাঠকমণ্ডলী বহুদিবসাবধি "পঞ্চানন্দ ঠাকুরের" উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত, তাহার উপর আবার আজ ষড়ানন্দ শর্ম্মার দৌরাত্ম্য কেন? শর্ম্মা স্বয়ং গম্ভীর ভাবে তাঁহার এই উদ্ভট কাব্যের যে মুখ-বন্ধটী লিখিয়া দিয়াছেন, তাহার মধ্যে উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আমি সে উত্তরের আদৌ পক্ষপাতী নহি। আমরা দৃঢ় বিশ্বাস এই যে ষড়ানন্দের সহিত শারদীয় মহোৎসবে যোগ দিয়া বঙ্গবাসীমাত্রেই যথেষ্ট প্রীতি লাভ করিবেন; এবং তজ্জন্যই আমি ষড়ানন্দ কর্ত্তৃক বহুলরূপে তিরস্কৃত হইয়াও তাঁহার অন্ধকারাচ্ছন্ন বিপুল দপ্তরের সর্ব্বনিম্নস্তল হইতে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি উদ্ধার করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ করিলাম। কিমধিক মিতি।

দারভাঙ্গা, } শ্রীহরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়,

সন ১২৯০ সাল। } প্রকাশক।

মুখ-বন্ধ।

১২৭৮ সালের পূজার সময়—লেখক তখন তরুণ বয়স্ক—এই পদ্যটী লিখিত হয়;—লেখকের স্বেচ্ছা-ক্রমেই তৎকালে প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু এক্ষণ হইল কেন? যে গুরুতর পাপে লেখক তরুণ বয়সে প্রবৃত্ত হন নাই, এক্ষণ পরিণত বয়সে কেন তাহাতে লিপ্ত হইলেন? এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর নাই; তবে কিনা অনেক সময়ে এরূপও ঘটে যে অল্প বয়সে যে সকল দুষ্কর্ম্ম করিতে সন্দেহ হয় ও সাহস হয় না,—বয়োবৃদ্ধি হইলে অসন্দিগ্ধ চিত্তে ও সাহস সহকারে আমরা তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকি। মনুষ্য স্বভাবের এই প্রক্রিয়ার যদি কোন কারণ থাকে—লেখকের এই উপস্থিত মহাপাতকও বোধ হয় সেই কারণ সম্ভূত। যাহা হউক বাক্যাড়ম্বরে পাপ বিধৌত হইবে না; পদ্যটী প্রকাশিত হইল; পাঠক ধৃষ্টতা মাপ করিবেন; পদ্যটীর কলেবর প্রায় পূর্ব্বানুরূপই আছে, কেবল স্থানে স্থানে দুই চারি ছত্র পরিবর্ত্তন ও বিকর্ত্তন করা গিয়াছে মাত্র। অলমিতি বিস্তরেণ।

দুর্গোৎসব।

আবাহন।

—*—*—

"জাগ মা আমার," "জাগ মা আমার,"
সম্বৎসর পরে, জগত-জননি!
ও রাঙা চরণে, লুঠাই আবার;—
"জাগ মা আমার," ভব-নিস্তারিণি!

সম্বৎসর ওমা বড় আশা করে,
আছি পথ চেয়ে দেখিব তোমায়;
হয়ে অধিষ্ঠান দীনের কুটীরে,
পুলকিত কর এ পাপ হৃদয়;

সম্বৎসর পরে ওমা পুনর্ব্বার,
দেহ পদ-ছায়া এভগন ঘরে;
দীন হীন ওমা সন্তান তোমার,
দীন হীন পানে চাও গো ফিরে।

আজ সম্বৎসর এ পুরী আঁধার,
জলেনি মা দীপ তোমার ঘরে;
কর আলোকিত এসে মা আবার,
আবার তিনটী দিনের তরে।

বিগত নবমী রজনীর শেষে,
নিবেছিল দীপ, রয়েছে নির্ব্বাণ ;
কে জ্বালিবে দীপ, কেমনে জ্বলিবে,
না হইলে ওমা তব অধিষ্ঠান।

হও অধিষ্ঠান, জাগ মা আমার,
আলোকিত পুনঃ হউক এ ঘর,
জনম সার্থক করি মা আবার,
ধরে ও চরণ হৃদয় পরে ;

হও অধিষ্ঠান, জাগ মা আমার,
পুলকে পুর্ণিত হউক সংসার,
উজ্জ্বল এ পুরী হউক আবার,
আবার তিনটী দিনের তরে ;
জনম সার্থক করি মা আবার,
ধরে ও চরণ হৃদয় 'পরে।

ধরে ও চরণ হৃদয়ের 'পরে,
জুড়াইব ওমা তাপিত প্রাণে,
ক'র'না বঞ্চিত ও আনন্দময়ি,
সে মহা আনন্দে অধম জনে।

দরিদ্র কাঙাল আমি গো জননি,
কি দিয়ে চরণ পূজিব আর,
একটী কুসুম লুকায়ে রেখেছি,
হৃদয়ের মাঝে, দিতে উপহার।

বক্ষস্থল ওমা করিয়ে ছেদন,
সেই পুষ্পটীরে চয়ন করে,

পূজিব তোমার পবিত্র চরণ,
কিছু ওমা আর নাহি এ ঘরে ।

সে সামান্য ফুলে তুচ্ছ উপহারে,
হয় যদি ওমা সন্তোষ তোমার,
তবেই জীবন সার্থক হইবে,
ঘুচিবে এ গুরু পাপের ভার ।

নতুবা উপায় নাহি গো জননি,
দীন হীন আমি দরিদ্র অতি,
উচ্চ উপচারে পূজিবারে পদ,
মাগো এ দীনের নাহি শকতি ।

কাঙালের গৃহে এস এস মাতা,
কাঙালের পূজা লও গো আসি ;
এস এস ওমা দরিদ্রের ঘরে,
ঘুচুক এ পাপ তাপের রাশি ।

জগত জননি, দুর্গতি নাশিনি,
ভকত বৎসলে সঙ্কট হারিণি ;
জয় মহামায়া বিঘ্ন বিনাশিনি,
জাগ ও জননি জগত মাতা ;

জয় জয় দুর্গে জয় ভগবতি,
অনন্ত সৌন্দর্য্যে অনন্ত শকতি ;
তোমার ইচ্ছায় সৃষ্টি লয় স্থিতি,
তুমি মা সংসারে একই ত্রাতা ;
জয় মহা মায়া বিঘ্ন বিনাশিনি,
জাগ ও জননি জগত মাতা ।

জাগ মা আমার জাগ মা আমার,
সম্বৎসর পরে জগত জননি ;
ও রাঙা চরণে লুঠাই আবার,
জাগ মা আমার ভব নিস্তারিণি ।

* * * *

জাগিলেনা কেন এখনও জননি,
হইল যে নিশি প্রভাত প্রায় ;
তবে কি নৈরাশ করিবে গো ওমা,
দীন হীন তব সন্তানে হায় !
পাবনা কি ওমা দেখিতে এবার
পবিত্র চরণ প্রসন্ন মুখ ;
কোন মহা পাপে করিলে বিধান ;
হে করুণাময়ি এ হেন দুঃখ !
যামিনী ত প্রায় হইল বিগত,
এখনও ওমা ক'লে না কথা !
কাহারে বলিব কোথা লুকাইব,
এই সাংঘাতিক হৃদয় ব্যথা ;
বাজিতেছে ওই মঙ্গল বাজনা,
নগরের প্রায় প্রত্যেক ঘরে,
সবাই আনন্দে উল্লাসে মগন ;—
তব আগমন ঘোষণা করে ;
সবাই তোমায় দেখিল জননি,
সবাই মাতিল তোমার নামে,
আমি(ই) কি নৈরাশ হইব কেবল,
আজ মা তোমার এ আনন্দ ধামে ?

দাও ওমা দেখা, ক'রনা বঞ্চিত,
ষষ্ঠী শেষ প্রায় করি আবাহন ;
দাও অধিকার এক মুষ্টি ফুলে,
পুজিবারে ওমা ও রাঙা চরণ ।

* * * *

একান্ত যখন দিলে না মা দেখা,
অন্তর-যামিনি তোমার সাক্ষাতে-
দেখ তবে এই ত্যজি এ জীবন,
দেখ ওমা ত্যজি এই অস্ত্রাঘাতে

এই খড়্গাঘাতে ত্যজি মা জীবন,
এ অনিত্য দেহ করি মা ভেদ ।
এ জনমে দেখা হইল না আর,
রহিল মা মনে দারুণ খেদ ।

এ জনমে দেখা হ'ল না জননি,
জন্মান্তে দেখা'ও প্রসন্ন মুখ ;
দাও গো বিদায় ; ত্যজি ভব ধাম,
যাই মা যথায় অনন্ত সুখ ।

—:o:—

উৎসব।

দেখিতে দেখিতে দেখি গেল ক'টা মাস,
শরৎ আসিয়ে পুনঃ হইল প্রকাশ ;
নূতন বসন সঙ্গে এল পুনরায়,
বঙ্গে রঙ্গ মহা 'ধূম' দেবীর পূজায় ;
বাজিয়ে উঠিল পুনঃ মধুর বাজনা,
ঢাক ঢোলে দুর্গোৎসব করিল ঘোষণা।

—o—

স্কুল আফিস আদি হয় হয় বন্ধ,
নাচিয়ে উঠিছে প্রাণ অপার আনন্দ ;
স্ত্রী পুরুষ বাল বৃদ্ধ ধনী বা নির্ধন,
বাঙ্গালী মাত্রেই আজ প্রফুল্লিত মন ;
কি নগর কিবা পল্লি সহর বাজার,
সকল স্থানেই 'পূজা' করিছে বিহার ;
কেহ কিনে কেহ বেচে কেহ করে গোল,
পূজার প্রারম্ভ—আজ—সকলই চঞ্চল ;
গরম হ'তেছে ক্রমে পূজার বাজার,
এতই দুর্মূল্য দ্রব্য "স্পর্শ করা ভার ;"
'স্পর্শ করা ভার' তবে কেন কর ক্রয় ?
"পূজার সামগ্রী এ যে না হইলে নয়।"

—o—

বসন বিক্রেতা, দর্জ্জী আর চর্ম্মকার,
করেছে সুদৃঢ় পণ লুঠিবে সংসার ;
অবিশ্রান্ত গণিতেছে টাকা আনা পাই
বেছে বেছে বেচে যত 'কত ফেলে ছাই,'

কভু হাসে মৃদু মৃদু চেয়ে মুখ পানে,
কোথায় পালাবে আর পেয়েছে দোকানে ;
যা এনেছ তাই লবে হবে আরও ধার,
জাননা বৎসর পরে পূজার বাজার।

—o—

প্রবাসী ভাবিছে কবে যাইবে ভবন,
'যেয়েও যায় না দিন' এত উচাটন ;
দু'টী বেলা ছুটি দিন করিছে গণনা,
আশায় মিশায়ে কত রূপ কলপনা :
পিতা মাতা ভগ্নী ভ্রাতা পুত্র কন্যাগণে,
'পূজা' সন্নিকটে সদা পড়িতেছে মনে ;
সদা পড়িতেছে মনে সে'বিধু বদন'—
প্রেয়সীর, সে কটাক্ষ চটুল নয়ন,—
সেই সুমধুর হাসি—প্রাণ ভরা সুখ,
বিদায় কালের সেই মিষ্ট কান্নাটুক ;—
একে বারে সব আসি পড়িতেছে মনে
"যেয়েও যায় না দিন কেনরে এক্ষণে।"

প্রণয়িনী সনে মনে পড়ে কোন কথা,
হয়ত দিতেছে কা'রও প্রাণে কত ব্যথা ;
'আসিবার কালে আহা তাঁর 'সুলোচনা'
'চেয়েছিল এক খানি 'সাধের গহনা'
সুলোচনও হেসে হেসে দৃঢ় অঙ্গীকার,
করিয়াছিলেন ;—'চিক'—দিবেন এবার ;
কিন্তু কোথা চিক ! সব অলীক বচন ;
তাই হর্ষে বিষাদিত বাবুটীর মন,

সোজা কথা নয় সেত "সাতভরি সোণা"
কিসে হয় অত উঁচু দরের গহনা' ?
বাঁধন সুধাবে আসি 'রসময়ী-রাই'
'এবার কি প্রিয়তম এনেছ হে তাই'
কি উত্তর বাড়ী গিয়ে দিবেন প্রিয়ায়,
তাই ভেবে 'প্রিয়তম' ব্যাকুলিত হায় !
কি ভয় হে রসময় ? যাও চলে ঘর,
'বলো 'প্রাণ' দিব ঠিক আগামী বৎসর'।
নবীন বয়স বাপু জাননা বিশেষ,
পাও নাই পিরীতের ভাল উপদেশ,
তাই হে আশঙ্কা এত অন্তরে তোমার
ও রূপ হইয়া থাকে কত 'অঙ্গীকার।'

—o—

কোথাও ভাবিছে আহা কত শত জন
'পূজার কাপড় হবে পাইলে বেতন'
'তাতেও কি হবে হায় ! সব সঙ্কুলান,'
কি হবে ভাবিয়ে কিছু না পান সন্ধান।
তাহে চান 'এক জন' মহার্ঘ বসন
সকলে(ই) বুঝিল তিনি বুঝিবার নন।

আবার এখনও শেষ হয় নি "চাকরী"
ছুটীর উদ্যমে কাজ তিন গুণ ভারি
সারিছে 'কেরাণী' কুল তাড়াতাড়ি কাজ,
রাত্রের ট্রেণেও যদি যেতে পারে আজ।

—o—

কর্ম্ম স্থল হ'তে যাত্রা কত মহাজন,
চলেছেন তরী পরে করি' আরোহণ

'বাটীতে প্রতিমা খানি হয়েছে নির্ম্মিত'
'পূজার সামগ্রী সব নিজের সহিত
রহিয়াছে' ;—ভাবিছেন গণিছেন দিন
'কেমনে পৌঁছিব গিয়া পঞ্চমীর দিন,'

—o—

এ দিকে রমণীগণ বঙ্গীয় ভবনে,
ভাবিছেন কত রূপ 'পূজা' আগমনে ;—
অপার অপত্য স্নেহে জননী হৃদয়,
পরিপূর্ণ সদা—উদ্বেলিত এ সময় ;
ভাবিছেন আহা মাতা দিবস রজনী,
কখন আসিবে তাঁর নয়নের মণি,
বারেক দেখিয়া যেন সন্ততির মুখ,
ঘুচাবেন স্নেহ-ময়ী বৎসরের দুঃখ ;

—o—

কাহারও আসিবে ভাই কাহারও জামাই,
কাহারও আসিবে শ্যালার নাতির বিহাই ;
যে কিছু সম্বন্ধ আছে এ সৃষ্টি সংসারে,
সকলে(ই) আসিবে বাড়ী পূজার ব্যাপারে ;

সকলের(ই) 'হিরেমন' আসিবেন প্রায়,
পিরীতের ঢেউ প্রাণে গড়াইয়ে যায় ;
থই থই করে রস বাহির ভিতর,
আসে আসে আসে এই, প্রাণের নাগর ;
কতই উঠিছে মনে ভাবের তরঙ্গ ;
"কতক্ষণে হবে সই আহা তার সঙ্গ,
"হয়েও হয় না দিন যেয়েও না যায় ;
"কখন আসিবে আর রাত যে পোহায়,

" এসে গেছে বাড়ী প্রায় সকলেই পাড়ার ;
" তাহার (ই) কেবল নাই নাম আসিবার,
" কি জানি কি হ'ল তথা পেলে কিনা ছুটী ;
" প্রতিবার এসে থাকে এই দিন বাটী ;
" আজ না আসিলে আর আসিবে বা কবে,
" আসিবে কি যবে পূজা ফুরাইয়ে যাবে ?
" কিছুই পূজার আজও হ'ল না আমার,
" কি জানি কেমন ছিছি আক্কেল বা তার,
" একান্তই যদি তার না হইল ছুটী,
" কেন না পাঠায়ে দিল সেই দ্রব্যকটী ;
" তাও কিছু বেশী নয় নিতান্ত যা চাই,
" এক খানা লাল-গুল-বসান ঢাকাই,
" বাবু ধাক্কা পাছাপেড়ে আর এক খানা,
" গোলাপীর মত,—তাও আছে তার জানা ;
" দু'টী " বডি " শাটিনের, তাও বেশী নয়,
" এখনও আসে যদি তবু কাজ হয়।
" যা হ'ক এবার তারে ছাড়িব না আর,
" যেথা যাবে সেথা যাব সঙ্গে সঙ্গে তার "
এতেক যখন তিনি ভাবিছেন মনে,
প্রাণের 'গোলাম' তাঁর পৌঁছেন ভবনে।

—o—

কোথাও বা বসি আহা বাতায়নোপরি,
প্রাণেশের প্রতীক্ষায় আছেন সুন্দরী ;
অনিমেষ দৃষ্টে পথ করি নিরীক্ষণ,
অজ্ঞাতে দেখিছে সতী সুখের স্বপন ;

কোথাও করিছে পদী শয্যার রচনা ;
আপাদ মস্তক পদী পরিছে গহনা ;
গহনা পরিছে আর ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণে,
মৃদু মৃদু হেসে মুখ দেখিছে দর্পণে ;
খুলিয়ে দিতেছে বেণী বাঁধিছে আবার—
প্রতিজ্ঞা পদীর আজ নাশিবে সংসার ;
তাই কত করেও যেন উঠিছে না মন,
সমর-সজ্জার আজ ভারি আয়োজন ;
শোভিছে অলক্ত রাগে পদীর চরণ,
সর্ব্বাঙ্গে ঝুলিছে হিরা কাটা-ডায়মন ;
বসন পরিছে পদী বাছিয়ে বাছিয়ে,
আতর 'অটোডি রোজ' ঘরে 'ছড়া' দিয়ে :
ঈষদ্ কজ্জল রেখা বঙ্কিম নয়নে,
(বঙ্কিম নয়ন এই নূতন যৌবনে),
কোথায় মদন আর কোথা 'পঞ্চবাণ' ;
পদীর নয়নে আজ অধিক সন্ধান ;
অবিরত 'ইলেকট্রিক' ক্ষরিতেছে তায়,
পরশের পূর্ব্বে (ই) প্রাণ ঘুরে পড়ে যায় ।
{ 'সর্ব্বনাশ' করে বাস সুকৃষ্ণ নয়নে,
উত্তেজনা মাত্র তার ঈষদ অঞ্জনে । }
এতই বিক্রম একা নয়নের তার,
অতএব অন্য অঙ্গ দেখাবনা আর ;
কি জানি পাঠক এই পূজার বাজারে,
গৃহিণীরে ভুল পাছে পদীর বাহারে !
অঙ্গঝাড়া দিয়ে পদীর উঠিয়ে দাঁড়ায়,
মুকুরে নেহারে মুখ বাঁকায়ে গ্রীবায় ।

করেতে কুসুম-মালা তাম্বুল অধরে,
নিবিড় নিতম্বে চন্দ্র-হার ক্রীড়া-করে ;
কবরী উপরে স্বর্ণ "প্রজাপতি" দ্বয়,
কেঁপে কেঁপে কেঁপে যেন কত কথা কয় ;
বলে "চেয়ে দেখ মোরা" কত ভাগ্যবান,
রূপসীর শিরে শোভি সবার প্রধান" ;
স্বভাব গোলাপ-আভ চিবুক তাহার,
এক্ষণে পাউডার রাগে রঞ্জিত আবার ;
{ কেন ওলো পদ্মমুখী এই অত্যাচার,
হেন "রোজি চিকে" কেন মাখিস পাউডার, }
নিটোল উজ্জ্বল কিবা মার্জ্জিত অধর ;
গরবে উন্নত যেন পীন পয়োধর ;
কণ্ঠস্থিত হার তায় হয়ে নিপতন ;
দুলে দুলে করে যেন মধুর চুম্বন ;
সুললিত বক্ষস্থল ঈষদ্বিস্ফারিত,
মৃদুল সমীরে যথা কুসুম কম্পিত ;
মৃণাল ভুজেতে চুড় নূতন প্যাটন্ ;
শান্তিপুর জিনি সূক্ষ্ম বাস পরিধান।

সজ্জা শেষ করি পদী দোলায়ে নিতম্বে ;
ধীরে ধীরে বসে গিয়া 'সোহাগ পালঙ্কে' ;
তথায় আসিয়ে সদী রহস্য উড়ায়,
"কিস্ মি কুইকের" গন্ধ কেন তোর গায় ;
"কে করিবে কিস্ ওলো, মিস্ প্রাণেশ্বর
"চড়েছেন ফাষ্ট ট্রেন এলনা খবর ?
পদী বলে "ওলো সদী তাও না জানিস ;
"তারেতে আমার কত এসে থাকে কিস্ ;

"'টেলিগ্রাফে' আসে 'কিস', 'ম্পিস' টেলিফোনে
"আমার শয়ন কক্ষে গোপনে গোপনে।
সদী বলে "তারে যদি আসে তোর 'কিস'
'কাহার সে 'কিস' তুই কেমনে জানিস;'
পদী বলে "পোড়া মুখ মরণ তোমার,"
"বুঝিস না আজও তুই চুম্বনের তার;"
পদীর সে রসে আর রহস্য ছটায়,
হেসে হেসে হেসে সদী গড়াগড়ী যায়।"

—o—

পাঠাতে পূজার তত্ত্ব উন্মত্ত সবাই,
বিশেষতঃ যাহাদের নূতন জামাই;
মাসাবধি হ'তে হইতেছে আয়োজন,
বিবিধ সামগ্রি কত রকমই বসন;
সুন্দর ইংরাজ-কর-নির্ম্মিত বিনামা,
বিহীন হইলে তত্ত্ব সম্ভ্রম রবে না,
অতএব সাবধান হে শ্বশুর কুল,
দেখো করও নাকো যেন "তত্ত্বে" হ'লে ভুল;
বিবিধ মিষ্টান্ন সহ ইংরাজী বিনামা;
না দিলে জামাই বাবু স্বস্তি রাখিবে না;
" সকলের আগে জুতা বাছিয়ে কিনিবে,
তবেই পূজার তত্ত্ব জুতান্ত হইবে;
তোষিতে জামাতৃ মন খালি জুতা নয়,
হা বিধাত! পড়িয়াছে এমনই সময়,
সাবেক পূজার তত্ত্ব নাহি এবে আর,
এখন এ যে স্বষ্টি ছাড়া উৎখট্টী ব্যাপার,

আতর আবার কি বলে "এসেন্স ডিপ্যারিন'
একটীও যদি এর হয় কভু মিল্ ;
'মিগারাদি' নানা রূপ কত বিশেষণে ;
বিভূষিত হবে তত্ব শ্বশুরের সনে ;
কন্যার কোমল কর করিয়ে অর্পণ,
শ্বশুর বেচারা মাজে হাল জ্বালাতন;
কিন্তু হে জামাই বাবু বলি কানে কানে ;
তোমারও হইবে কন্যা থাকে যেন মনে ।
পূরবে পশ্চিমে যায় দক্ষিণে উত্তরে,
পূজার তত্বের ঢেউ দাস দাসী শিরে ;
ধুতি সাটী পরিপাটী, মিষ্টান্ন মিঠাই,
ছাঁচে ঢালা রসে ফেলা মাথা মুণ্ড ছাই ।

—০—

কত পরিবার মাঝে হয় হাহাকার,
'পূজার কাপড়' বুঝি না হ'ল এবার' ;
কর্ত্তার কলহ হয় কলত্রের সাতে,
'কেমনে কাপড় হবে কিছু নাই হাতে' ;
কত দিন হতে কর্ম্ম নাহি কিছু তাঁর,
ভেবে ভেবে খুন্ন মন অখিল আঁধার ;
জীবিকা নির্ব্বাহ তরে ভেবে নিরুপায়,
গৃহিণী আসিয়ে কত বকিছেন তায় !
"ছি ছি ছি অভাগী আমি না হয় মরণ,
"নিগুণের হাতে পড়ে হই জ্বালাতন ;
"কে শুনে দুঃখের কথা কহিব বা কারে,
„কিছুরই নাহিক স্থিতি এ পোড়া সংসারে,

"বৎসরের তিন দিন সকলেরই ঘরে,
"হাসি খুসী মিষ্টালাপ সকলই করে ;
"কিন্তু এই পোড়া ঘরে লেগেছে আগুণ,
"একটী আছেন যিনি সেটী ত নির্গুণ ;
"হত গম্বা ভম্বা রাম্ নাহি কোন কাজ।
"কি পোড়া কপাল মনে নাহি পায় লাজ,
"দু' বেলা দাওয়ায় বসে খালি হুঁকো টানে ;
"এমন ক্ষমতা নাই কিছু কিছু আনে,
"পড়িয়াছে দেবী পক্ষ আজ্'কে বোধন,
"কিনেছে কাপড় সবে কেমন কেমন,
"আমাদের কর্ত্তা ওই বাঁশ ভারি করে ;
"আছেন বসিয়ে ছি ছি ঘরের ভিতরে,
"পরিছে সকল ছেলে নূতন বসন ;
"আমার বাছারা আহা অভাগীর ধন,
"এক রত্তি রাঙ্গা সুতা' না পাইল হায় ;
"দেখিলে তাদের মুখ বুক ফেটে যায়"
শেষে সতী পতি প্রতি করি' সম্বোধন ;
কহিল নীরস ভাবে বিরস বচন,
"কাপড় আনগে বাঁধা দিয়ে ঘটি থাল ;
"চুপ করে বসে আছ কি পোড়া কপাল।"

এইরূপ ভাব হায় কত শত ঘরে,
হইতেছে এ সময় বসনের তরে ;
আপন হাতের বালা খুলে দেয় বালা,
কেহ বা খুলিয়ে দেয় চারু কণ্ঠমালা ;

কিনিতে বসন স্বীয় সন্ততি কারণ,
হাতে টাকা নাই তবু নয় নিবারণ ;
খুলে দেয় অঙ্গ হ'তে আভরণ চয়;
'পূজার কাপড়' এ'যে না হইলে নয় ;

সংসারের এই রীতি বুঝা নাহি যায়,
কেহ বা পুলকে পূর্ণ কেহ নিরুপায় ;
কা'রও হয় সর্ব্বনাশ, কারও পৌষমাস,
কা'রও চক্ষু ভরা জল কাহারও উল্লাস ;
উৎসব সময়ে (ও) হায় হেরি সেইরূপ,
কারও সুখ, কারও উথলিছে দুঃখ-কূপ্ ;
কেহ বা বসন পরি করিছে আহ্লাদ,
কেহ বা তাহারি তরে ভাবিছে বিষাদ ,
কেহ ছুটী পেয়ে কত ছুটিয়ে বেড়ায়,
কেহ অবকাশাভাবে আবাসে না যায় ;

হাহাকার করে কত কেরাণীর দল,
আর (ও) কত নিম্ন শ্রেণী চাকর সকল ,
বড় বড় যাঁরা কিন্তু তাঁহাদের সব,
চলিতেছে, হায় খালি গরিব নীরব ;
মর্ম্মভেদী পরিশ্রম সামান্য বেতন !
বৎসরান্তে একবার যাইবে ভবন,—
তাহাতেও আহা কত বিঘ্ন বিড়ম্বনা ;
ছি ছি ছি চাকুরী করা এতই লাঞ্ছনা ;

ক্রমেতে হইল বন্ধ সব বিদ্যাধাম,
কিছু দিন তরে ছাত্র পাইল বিশ্রাম :

আগামী পরীক্ষা দিতে যেই ছাত্রগণ,
পরীক্ষা মন্দিরে শীঘ্র করিবে গমন;
তাহাদেরও হেরি যেন কিছু দুঃসময়,
হতেছে তাদের মনে কতই উদয়;
অবিরত অধ্যয়ন করে নিরন্তর,
মুখেতে হাসিছে হাসি বিষাদ অন্তর;
পরীক্ষার দিন প্রায় আসিল নিকটে,
কেমনে পাইবে ত্রাণ বিষম সঙ্কটে;
এই ভেবে সারা হ'ল ছেলে বুড় দল,
'পাসের' কারণ ত্রাশ, হয় বা পাগল;
কেন ভাব বৎস! 'পাস' হবে কোনরূপে
যে কিছু আশঙ্কা তাহা, চাকুরী-ভুরূপে।

—০—

ছুটী পেয়ে কত বাবু নূতন "ফ্যাসনে"
চলেছেন ট্রেণে চড়ি দেশ পর্য্যটনে;
বুট কোটে কৃষ্ণ কায় কিবা সুশোভিত,
আমরি, কোরিয়ার্ ব্যাগ্ আজানুলম্বিত
হাতে ছড়ী, দোলে ঘড়ি বুকের উপর,
শিরে শোভে হ্যাটরূপী সোলার টোপর;
চসমে চসমা আঁটা, চুরট বদনে,
রসনা ইংরাজি বুলি বকিছে সঘনে;
কণ্ঠেতে 'কলার'রূপ সভ্যতার হার,
দু' পকেটে ভরা রাজনীতির 'লেক্‌চার;'
মিষ্টারাবতার এঁরা বঙ্গের ভরসা,
'ভারত উদ্ধার' করা কারো কারো পেসা

আত্যাংশে কি জানিনা তা', অপূর্ব্ব ধরণ,
সকলই একরূপ চণ্ডাল ব্রাহ্মণ;
খ্রীষ্টান নিকটে হিন্দু, হিন্দু ম্লেচ্ছ কয়,
অথচ সে 'মুখ' 'বন্দ্য' উপাধি নিচয়;
ইংরাজি অক্ষর সনে করেন ধারণ;
প্রান্তে জুড়ি 'স্কোয়ার' রূপ বিলাতি ভূষণ,
ইদানীং ব্যস্ত এরাঁ 'স্বায়ত্ত শাসনে',
পূজা অবকাশে ভ্রমিছেন স্থানে স্থানে;
ছড়াইয়ে চতুর্দ্দিকে ধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞান,
দেশার্থে প্রস্তুত এঁরা ত্যজিতেও প্রাণ,
আপাততঃ রেলে স্থিত সঙ্গে পরিবার;
দেবী বিনা কোথা হয় দেশের উদ্ধার?
অন্তঃসত্তা বিবিজান, তবু সঙ্গে যায়;
'ভারত উদ্ধার' এ-ত ঠাট্টা কথা নয়?
মিষ্টার সুন্দর বামে মিসাস সুন্দরী;
আমরি যুগল মূর্ত্তি অপূর্ব্ব মাধুরী;
পাড়াগেঁয়ে দেশীমেয়ে গাউন ভিতরে;
জালে পড়ে 'কোই' যথা হালু চালু করে,
মরি রে তেমতি করি অঙ্গ সঞ্চালন;
সাহেব প্রাণেশে করে প্রেম বিতরণ।
আবার তথায় আসি কোন সুরসিক,
বন্ধু প্রণয়িনী সনে বকে 'পলিটিক';
উভয়ে দক্ষিণ করে করি সংযোজনা,
মর্ত্তেতে স্বর্গের ভাব করিছে ঘোষণা;
সভ্যতার চিহ্ন উহা জাতিত্বের প্রাণ,
'ভারত উদ্ধার' শৈলে প্রথম সোপান।

গাড়ির অপর দিকে ফিরাও নয়ন,
আর এক যুগল দৃশ্য কর দরশন;
যুবক যুবতী আহা বঙ্গেরি সন্তান,
কি করিছে ওরা কর দেখি অনুমান;
যুবতীর করে সদ্য-প্রসূত নবেল;
যুবকের করে লাল 'টাইম টেবেল';
উভয়ে চাহিছে আহা উভয়েরই পানে,
অবশ্যই জ্ঞান চক্ষে সুপবিত্র মনে;
তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাহিকো কাহার,
পুরা 'প্লেটোনিক ভাব'! কোথা অত্যাচার!

* * *

ধন্য 'প্লেটো' ধন্য প্রেম, ধন্য 'ফ্রেণ্ডসিপ,'
ধন্য রে ভারত-ভুমি-উদ্ধারের ট্রিপ;

—o—

ঢং ঢিং ঢাং! ট্রেন করিল প্রস্থান,
যাও বাবু বিবিজান লাহোর মুলতান;
এস হে পাঠক যাই পূজার বাজারে,
যদ্যপি অশক্ত হও ভারত উদ্ধারে!

—o—

'বোধন' বসেছে ওই কর দরশন,
'বিল্ব-বৃক্ষ' মূলে পূর্ণ ঘটের স্থাপন;
গন্ধ-পুষ্প পুষ্প-পাত্রে দুর্ব্বা বিল্বদল,
কোসা পোরা সুপবিত্র ঘোলা গঙ্গা জল
রহিয়াছে, দেখ কিবা বরণের ডালা,
সাজায়েছে যাহা সাধে বঙ্গ কুলবালা;—

ধান্য দূর্ব্বা পানি শঙ্খ শঙ্খের কঙ্কন,
ক্ষুদ্র লাল চেলি আর সিন্দুর চন্দন,
কজ্জল কস্তূরী আর কুঙ্কুম কৌটায়,
বিরাজিত সারি সারি বরণ ডালায় ;
দেবীর কোমল করে করিতে অর্পণ,
রাখিয়াছে রাঙ্গা সূতা জড়িত দর্পণ,
(বিচিত্র মুকুট বটে না হয় বিম্বিত,
অকর্ম্মণ্য স্বচ্ছ নহে, পিত্তল নির্ম্মিত ;
হয় নাই যেই কালে কাচ আবিষ্কার,
সেই কালে এই রূপ দর্পণ ব্যবহার ;
হইত এ দেশে ; দেখি এখনও হয়,
'বিবাহের কালে আর পূজার সময়') ;
এ সকল দিয়ে, আরও কত খুটি নাটি ;
সাজায়েছে বরণের ডাঙ্গা পরিপাটী ;
কিন্তু তার মাঝে দেখ কেমন সুন্দর,
এক ছড়া পক্ক রম্ভা নধর নধর ;
ছাড়িছে সুগন্ধ সনে আত্ম-আকর্ষণ,
সাবধান হে পাঠক ! বড় প্রলোভন !

'নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈঃ' হয় 'চণ্ডী পাঠ,'
সংস্কৃতে বিপ্রগণ করে যেন হাট ;
পাঠে পরিপক্ক তাঁরা চণ্ডীর কৃপায়,
'যা দেবী সর্ব্ব ভূতেষু গৃহিণী কোথায় ;
'ওঁ বিষ্ণু তদো বিষ্ণু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা,
'ভাগ্য দোষে ওহে তিনি সর্ব্বদা পীড়িতা,

'নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈঃ,—কেন আর অত,
'তর্করত্ন খুড়—'বিদে' পেয়েছিল কত ;
'নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ—দশ টাকা খড়া,
'এইবার পাবে খুড়ী গোট এক ছড়া ;
'নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ বড় আয়োজন,
'শতাধিক অধ্যাপক হবে নিমন্ত্রণ ;
'যা দেবী সর্ব্বভূঃ—বিদ্যারত্ন মহাশয়,
এবার নৈবেদ্য গুলা ক্ষুদ্র অতিশয় ;"
ক্রমেতে যখন হয় লোক সমাগম,
নমস্তস্যৈঃ সনে যুক্ত হয় নমঃ নমঃ ।

অপরূপ 'চণ্ডীপাঠ' করিলে শ্রবণ,
পূজার দালানে যাই এস হে এখন ;
সপ্তমী প্রথম পূজা আজ উপস্থিত,
পুঁথি কোলে তন্ত্রধর বসে পুরোহিত ;
দর্শক দাঁড়ায়ে দেবী করে দরশন,
দশভূজা ভগবতী কাঞ্চন বরণ ;
কোন হাতে তরবারি কোন হাতে শূল,
কোন হাতে ধরেছেন অসুরের চুল ;
কোন হাতে আছে শঙ্খ করিতে নিস্বন,
কোন হাতে ধরি' সর্পে, করিছেন রণ ;
এই রূপে দশ হাত হয় ব্যবহার,
সিংহ-বাহিনীর মূর্ত্তি অতি চমৎকার,
এই রূপ ধরে দেবী সেই পুরাকালে,
করিয়াছিলেন রণ আখ্যায়িকা বলে ;

হাসি হাসি মুখ খানি গম্ভীর বিশাল,
অপরূপ রূপ গড়িয়াছে 'চণ্ডীপাল';
আকর্ণ পুরিত দু'টী আঁখি মনোহর,
শোভিছে অপর অক্ষি ললাট উপর;
ডগ ডগ করে ওষ্ঠ হিঙ্গুল আভায়,
শোভিছে স্বচারু কিবা মুকুট মাথায়;
'ডাকের' সাজেতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুন্দর,
হেরিবারে হইয়াছে অতি প্রীতিকর;

স্বচারু সরোজে শোভে লক্ষ্মী সরস্বতী,
ভগবতী পুত্রীদ্বয় অতি রূপবতী;
মায়ের দক্ষিণ ভাগে লক্ষ্মী দেবীস্থল,
দাঁড়ায়ে কমলা, করে সোনার কমল;
ধন ধান্য দাত্রী লক্ষ্মী কমল বাসিনী,
বড় সমাদর করে বঙ্গ সিমন্তিনী;
লক্ষ্মীর দক্ষিণে শোভিছেন লম্বোদর,
খড়ম পায়েতে আঁটা ইন্দুর উপর;
গজ মুখ গণেশের বড়ই বাহার,
সকলের আগে পূজা হয়ে থাকে তাঁর।

দুর্গার অপর দিকে সর্ব্ব মূলাধার,
শোভিছেন সরস্বতী বিদ্যার আধার;
যে অগাধ বিদ্যা এই মানস ভাণ্ডারে,
বট-তলা-বিনোদিনী দিয়েছেন ভ'রে;
তাহার লালিত্য এই পদ্যেই প্রকাশ,
যথার্থ পাঠক ইহা, নহে পরিহাস;

বিদ্যার কামড়ে প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত,
নমস্কার সরস্বতি ! করি শত শত ;
একেই বহিতে নারি তব কৃপাভার,
তাহার উপরে লক্ষ্মী করে অত্যাচার ;
লক্ষ্মীর জ্বালায় দেশ ছাড়িয়ে পালাই,
তবুও ছাড়েনা ছিছি এমনই বালাই ;
ধনে ধান্যে একাকার রজত কাঞ্চন,
রাখিবার স্থান নাই এত জ্বালাতন ;
লক্ষ্মী সরস্বতী দোঁহে সম অনুকূল,
দু'জনার দ্বন্দ্বে প্রাণ সদাই ব্যাকুল ;
এ বলে আমায় লও ও বলে আমায়,
ধনে জ্ঞানে চুলাচুলি কি কহিব হায় ;
প্রচুর ছাড়ায়ে গেছে কি করিব আর,
পুনঃ পুনঃ দেবীদ্বয় করি নমস্কার ;
ক্ষমা কর রক্ষা কর আর কায নাই,
বিদ্যা বুদ্ধি অর্থ ওগো আর নাহি চাই ;
অধিক হইলে খালি হয় অপচয়,
'একসকিউস' পাঠক এই আত্ম পরিচয় ।

সরস্বতী বামে শোভিছেন ষড়ানন,
(অবশিষ্ট এবে মাত্র একটী আনন ;)
ময়ুর উপরে প্রভু পেয়েছেন স্থান,
স্বভাবে সৌখিন ব'লে হয় অনুমান,
"লম্বা কোঁচা, পৈতের গোচ্ছা, বাউরিছাটা চুল"
মিসিটুকু নাই দাঁতে এইটীই ভুল ।

বকেয়া ইয়ার ইনি, সাবেক আমলে,
'বাবু' বলা যেত কিন্তু এখন না চলে ;
এখন চলে না আর ওই 'বাবু-আনা',
অজ্ পাড়াগেঁয়ে ভূতও অমন হয় না ;
'ঊনবিংশ শতাব্দী' এ ইংরাজী শাসন,
বর্ত্তমান বাবুগিরি শিখ ষড়ানন ;
ইংরাজী পড় হে কিছু ছাড় হিঁদুয়ানী
পৈতে গাছা ফেলে দেব, দাও হে ইদানী,
নাটক নবেল পড় এক আধ খান ;
নিধুর টপ্পা ছেড়ে ধর থিয়েটারী গান,
কুল-পুকুরে ফেলে দিয়ে পর ওহে বুট ;
সেরী স্যামপিন্ খাও রুটী বিষকুট,
বাউরী খেউরী হয়ে কাট য়্যালবার্ট সিঁতি ;
শিখ ওহে হাব ভাব আধুনিক রীতি,
তবেই রহিবে মান 'ককনি' মহলে ;
ও পচা গুজস্তা ঢং আর কি হে চলে ?

সমাজ 'রিফরম' হ'ল ভারত উদ্ধার,
কেন না হইবে এবে দেবতা সংস্কার ;
আমার প্রস্তাব এই শুন ভ্রাতৃগণ !
দেবতা সংস্কার করা অতি প্রয়োজন,
অধিক কি কব যত গুরুত্ব ইহার ;
আবশ্যক মতে দিব দু'চার 'লেকচার,'
অতএব শীঘ্র শীঘ্র স্থানে স্থানে স্থানে,
সমিতি স্থাপিত হউক ইহার কারণে,

সভাপতি মেম্বরাদি হউক নিয়োজন;
'ইলেক্‌টিভ' প্রণালীতে করে নির্ব্বাচন,
"দেব-সংস্কারিণী" সভা দেওয়া হউক নাম;
সাধিলেই সিদ্ধি পূর্ণ হয় মনস্কাম,
কার্ত্তিক গণেশ আদি কৃষ্ণ বলরাম;
এস হে সংস্কার করে রেখে যাই নাম,
শুভ্রস্তা দেবতা লয়ে আর এ বাজারে;
কেমনে হে ভ্রাতৃগণ পারে চলিবারে,
সভ্যতার উন্নতির নহে এলক্ষণ;
দেশে দেশে প্রচারক করহে প্রেরণ,
'প্যামফ্লেটে' পুস্তকে কর ইহার চালনা,
সংবাদ পত্রেতে সবে কর হে ঘোষণা,
কিন্তু কথা কিছু নয় কার্য্যই প্রধান,
অতএব কার্য্য-ক্ষেত্রে হও অধিষ্ঠান;
নতুবা দেশের আর নাহিক নিস্তার,
হবেও না কভু পারলৌকিক উদ্ধার;

দেবীর বাহন সিংহ মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর,
দংশন করিয়া আছে অসুরের কর;
একা প্রাণী অসুরেরও নাহিক কসুর,
করিতেছে সমভাবে সংগ্রাম প্রচুর।

—o—

অনন্তর চেয়ে দেখ 'চালের' উপর,
'কি চিত্র করেছে চিত্রপটু চিত্র কর';
কৈলাস শিখরে রম্য হর্ম্ম শোভাময়,
শিবানীর সহ শিব আছেন হেথায়;

অপরূপ নন্দী ভৃঙ্গী শিব চরদ্বয়,
আঁকিয়াছে 'মহা বৃষ' তাও মন্দ নয়;
ব্রহ্মা বিষ্ণু কর যোড়ে করিছেন ধ্যান,
কে করে কাহার ধ্যান না পাই সন্ধান;
অমর ভুবনে দেব সহস্র লোচন,
আছেন বসিয়া সহ মুনি মন্ত্রীগণ;
জানকী সহিত রাম বসি সিংহাসনে,
করিছেন রাজ কার্য্য লয়ে ভ্রাতৃগণে;
উপস্থিত সুগ্রীব আদি বীর হনুমান,
ত্রেতা যুগে যারা তাঁর রেখেছিল মান;
তার পর কালী মূর্ত্তি মহা ভয়ঙ্করী,
ধরি তরবারি যুঝে থাকি সিংহোপরি;
লোল জিহ্বা উলঙ্গিনী গলে মুণ্ডমালা,
অসিত বরণী রণে যুঝিতেছে বালা;
শ্রেণী বদ্ধ শত্রু সৈন্য গজের উপর,
বামা সনে প্রাণ পণে করিছে সমর;
চিত্রের অপর দিকে ফিরাও নয়ন,
অপরূপ চিত্র এক কর দরশন;
রাধিকা আছেন দিব্য সিংহাসন পরে,
পরিয়া রাণীর সাজ রাজ দণ্ড ধ'রে;
কোটালের বেশে কৃষ্ণ হাজির তথায়
অহরহ হাতে ছড়ি পাগড়ী মাথায়;
ভাবিছেন কি করিলে খুসী হবে রাই,
আমরি পিরিত রঙ্গ! বলি হারি যাই;
চিত্র শেষে রণ ক্ষেত্র রয়েছে অপর,
অসুরেরা যুদ্ধ করে অশ্বের উপর;

উলঙ্গিনী বামা এক মৃগেন্দ্র বাহনে,
করে রণ ঘোরতর শত্রু সৈন্য সনে ;

প্রতিমা দক্ষিণে নব পত্রিকা স্থাপিত,
কলা বধূ বলে যাহা হয় অভিহিত ;
এই রূপ কলা বধূ বঙ্গীয় ভবনে,
দেখা যেত পূর্ব্বে আর নাহিক এক্ষণে ;
কলা বধূ দূরে থাক বধূ (ও) নাই আর,
বধূ হীন আজ কাল বঙ্গের সংসার ;
ঘোমটা টানা পতি প্রাণা সিঁদুর পরা বৌউ,
রান্না ঘরে থাকৃত তারা দেখত্ না'ক কেউ ;
'অব্যবহার্য্য অব্‌সলিট' তাহারা এখন,
কাযেই নিঃশেষিত এবে সে রূপ প্যাটর্ন ;
"কলা বয়ে" আছে খালি আদর্শ তাহার,
বধূ হীন আজ কাল বঙ্গের সংসার ;
এবে সব আধ বিবি অপরূপ চাল
মারিছে মজলিস কত ; গিয়েছে সে কাল ;
দেবীরে প্রণাম করে দর্শক মণ্ডলী,
'কেহ—ল'য়ে 'গন্ধ পুষ্প'—দিতেছে অঞ্জলি ;
কেহ—'ধনং পুত্রং দেহি'—মাগিতেছে বর,
কেহ মাগে—'চাকরীং দেহি' 'দেহিমে সত্বর' ;
কেহ জপ করে কেহ ধরিছে হুঁকার,
কেহ জোরে লয়ে হুঁকা তাম্রকূট খায় ;
কেহ কাজ অবিশ্রান্ত করে নিরন্তর,
গামছা কোমরে বাঁধা পড়িতেছে ঘাম ;

কেহ বা নৈবিদ্য করে কেহ ধোয় চাল,
কেহ বা খুরিতে রাখে ছোলা মুগ্ ডাল ;
কেহ বা ভাণ্ডার ঘরে আছে নিয়োজিত,
কেহ আনাগনা করে হইয়া ত্বরিত ;
কেহ বা ভোগের ঘরে রাখে আনি ভোগ,
কেহ বা কর্ত্তার কাছে করে অভিযোগ ;
কেহ বা বাক্যের শ্রাদ্ধ করে অনুক্ষণ,
কেহ বা কলহ করে কেহ নিবারণ ;
কেহ "ডাকে" কেহ 'হাঁকে' কেহ করে গোল,
কেহ কেহ দিয়ে যায় গোলে হরিবোল ;
বুড়া বকে ছেলে কাঁদে কাঙ্গালীতে চায়,
কেহ আসে কেহ বসে কেহ চলে যায় ;
প্রত্যেক মিনিটে ঢাক বাজে ঘণ্টা সনে,
অলঙ্ঘ্য সম্বন্ধ যেন আছে দুই জনে ;
হইলেই ঘণ্টার শব্দ বেজে উঠে ঢাক,
কভু কি দেখেছ কেহ যেতে তাল ফাঁক ?

আমন্ত্রিত অনাহুত ব্রাহ্মণ নিচয়,
ক্রমে ক্রমে ক্রমে আসি উপস্থিত হয় ;
অপরাহ্ন, হবে এবে ব্রাহ্মণ ভোজন,
হ'ল সব সজ্জা গজ্জা যত প্রয়োজন ;
সর্ব্বাগ্রেতে সম্মার্জনী সর্ব্ব শেষে পান,
বাঙ্গালার ভোজে দুটী অকাট্য নিশান ;
মধ্যস্থিত আর যত সামগ্রী নিচয় ,
একে একে একে সব হইল উদয় ;

পর্ব্বত প্রমাণ অন্ন ব্যঞ্জনের স্তূপ,
মিষ্টান্ন মিঠাই মোণ্ডা কত নানা রূপ ;
দেখিতে দেখিতে ব্রহ্ম অগ্নিতে পোড়ায়,
ধন্য গো ব্রাহ্মণ দণ্ডবৎ তব পায়,
কে বলে ব্রহ্মণ্য দেব নাহিক এখন,
ব্রাহ্মণ উদরে প্রভু আছেন শয়ন ;
ম্যালিরিয়া অসুরের ভীম অত্যাচারে,
ত্রাসিত কিঞ্চিৎ তাই আছেন জঠরে ;
ফলা'রের দিনে হয় মাহাত্ম্য প্রকাশ,
নিমিষে লুচির বংশ করেন বিনাশ ;
গণ্ডায় গণ্ডায় মোণ্ডা হয় ভুণ্ডাহত,
পণে কাহনেতে খাজা গজা মরে কত ,
প্রভুর বিক্রমে দধি মণে মণে মণে,
ধ্বংশ হয়ে যায় যত মতিচুর সনে ,
এ হেন ব্রহ্মণ্য তেজ তবু কলি যুগ,
নতুবা কি ব্রহ্ম অগ্নি রাখিত মুলুক, ।

দেখিতে দেখিতে দিবা করে পলায়ন,
রাত্রি করে সপ্তমীরে ক'রে সমর্পণ ।
রজনীর যে ব্যাপার গাঢ়তর অতি,
প্রথম নম্বরে তবে দেখ হে আরতি ;
আলোক খচিত গৃহ বারেণ্ডা প্রাঙ্গণ,
স্ফাটিক আধারে দীপ জ্বলে অগণন ;
উচ্চে নিম্নে চতুষ্পার্শ্বে সম্মুখে পশ্চাতে,
উজ্জ্বল আলোক পুঞ্জ সারি সারি তাতে ;

বাজিছে বিবিধ বাদ্য গম্ভীর মধুর,
ধূপ ধুনা গন্ধ দ্রব্য পুড়িছে প্রচুর ;
আসিয়া দর্শক বৃন্দ দলে দলে দলে,
দালানেতে সমবেত হইল সকলে ;
স্বকার্য্য সাধে আচার্য্য ঘণ্টা বাম হাতে,
দোলায়ে সর্ব্বাঙ্গ পঞ্চ প্রদীপের সাতে ;
আরতি দেখিছে কেহ, কেহ বা যুবতী,
অপাঙ্গে অনঙ্গে চালে কোন রসবতী ;
নবীন প্রবীণ 'ঠাঠ' বিবিধ প্রকার,
হতেছে নীরবে মরি প্রেমের বাজার ;
কেহ কিনে কেহ বেচে কেহ করে চুরি,
কেহবা অজ্ঞাতে মারে কারো প্রাণে ছুরি ;
কি দেখিবে হে পাঠক, দেখে কাজ নাই,
সংক্ষেপেই হেথা হ'তে এস চলে যাই ;
নতুবা কি জানি পাছে এ রঙ্গ মহলে,
কেহ ভুলে প্রেম ফাঁসী দেয় তব গলে ।
আরতিতে আহার্য্যেরও খুব আয়োজন,
উৎসর্গে পাবেন দেবী খাইবে ব্রাহ্মণ ।

দ্বিতীয় নম্বরে ;—নিশা গভীর এখন,
পান ভোজনান্তে যুত বাবু 'বাব্বী' গণ ;
নেবেছেন যাত্রা করি খেমটা আসরে,
গীতে প্রীতে নৃত্যে চিত্ত বিনোদন তরে ,
আসরের সজ্জা গর্জ্জা লজ্জা বাদে সব,
সমচিত এক ঠাঁই যেমন সম্ভব ;

আসর বাসর আর পিয়ার আঁচল,
বঙ্গ-কবি-জীবনের প্রধান সম্বল;
কি কবিত্ব এ অধম ছড়াইবে তায়,
রঙ্গরস প্রপ্লাবিত এই বাঙ্গালায়;
কিম্বা তার পরিচয়ে কিবা প্রয়োজন,
রসিক পাঠক কভু অনভিজ্ঞ নন;
আসরে বাসরে ক্রিয়া কলাপ যেমতি,
জানেনা এ বঙ্গে, আছে কে হেন দুর্ম্মতি;
যাহ'ক হে রসরাজ পাঠক আমার,
কোন্ আসরে নেবে তুমি করিবে বিহার;
'বাই' নাচ 'খ্যামটা' নাচ "যেবা রুচি হয়,"
উভয়েই হেথা আজ আছে মহাশয়;
যাত্রা কবি কালিয়াত তরজা থিয়েটার,
যদৃচ্ছা সম্ভোগ কর অবারিত দ্বার;
একহারা দোহারা প্রেম, প্রেম সংশোধিত,
এল প্রেম সাচ্চা প্রেম, প্রেম প্রত্যক্ষিত;
সকলই মূর্ত্তিমান আসরে আসরে,
ভোরপুর রঙ্ প্রাণে কতই বা ধরে।
কভু কম নয় যাত্রা রসের মাত্রায়,
মান ভঞ্জনের যাত্রা হইতেছে তায়;—
রেয়ের পায়ে ধেড়ে কৃষ্ণ খাবি খায় পড়ে,
তবু সে 'দুর্জ্জয় মান' কিছুতে না নড়ে;—
তলে তলে মারে রাই তামাকেতে টান,
ওদিকেতে 'কেলে সোণা' ওষ্ঠাগত প্রাণ;
'মানময়ী' 'প্রেমময়ী' মামুলি বচন,
বলে কতবার "মম শিরসি মুণ্ডন;"—

সেধে সেধে 'মুখে ফেকো' উঠায় মুরারি,
ললিতা বিশাখা সাধে সাধে অধিকারী;
তবুও 'শ্রীমতী' ছোঁড়া ভাঙ্গিবেনা মান,
কতবার হ'ল মান ভঞ্জনের গান;
অতঃপর "মোহন চূড়ার" গীতি দূতী ধ'রে;—
খিছাইয়া দন্তহীন তোবড়া অধরে,
মুহূর্ত্তে তখনি সখী ছোক্‌রাগণ গায়;
"ও রাই ও রাই মোহন চূড়া লাগে পায়"
সঙ্গে সঙ্গে শীঘ্র পড়ে বেহালার ছড়ি,
ইঙ্গিতে বিশাখা মারে জোরে তান কড়ি,
এই সাবকাশে কৃষ্ণ গাঁজা খেয়ে লয়;
নবোদ্যমে নরমিতে রাধার হৃদয়।

———oo———

ওদিকেও মহামারি কবির আসরে,
'চিতেন' ধরেছে 'সখী সম্বাদি লহরে';
'মাথুর' কাতুরাঘাতে রাই মূর্চ্ছাগত;
'বসন্তে পীরিত রাজ্যে বর্ষা সমাগত'
'পলাতক প্রেম খাতক ইদানী তাঁহার'
'মদন হয়ে দশানন' করে অত্যাচার।
'নূতন রাজ্যে নূতন রাজা' মদন মোহন,
'কুব্জার পৃষ্ঠে প্রেমের ধ্বজা' গাড়িয়ে এখন'
কাজেই বিরহ জ্বরে বাঁচেনা রাই প্রাণে;
শ্রোতারাও মৃত প্রায় উৎকট 'চিতেনে'
দ্বিবিধ সঙ্কট এই তাহার উপর,
দু'দলে বেধেছে মহা নৃত্যের লহর;

গা'ন্ নাচে খাঁ'ন্ নাচে নাচিছে দোহার ;
খাতা হাতে নৃত্য করে কবির সরকার ;
কিন্তু কেন নাহি নাচে যত শ্রোতাগণে,
চিতেনে চেতন হীন নাচিবে কেমনে,
নতুবা নাচিত তারা নাচিত নিশ্চয় ;
সংক্রামক ব্যাধি কাকে ছেড়ে কথা কয় ?

——oo——

কৃষ্ণের পীরিত যদি পচা সড়া ছাই,
সুন্দর বিদ্যার প্রেম (ও) ততোধিক তাই ;
চাও যদি তাও আছে কর দৃষ্টিপাত,
তৃতীয় আসরে মালিনীর মুণ্ডপাত ;
কিন্তু সংশোধিত সদ্য মাল যদি চাও,
উপরের ঘরে ওই 'থিয়েটারে' যাও ;
উত্তপ্ত পীরিত হেথা 'সান্ধ্য সমীরণে' ;
নেপথ্যে নির্ম্মিত হয় গদ্য পদ্য সনে ,
সরোজিনী মৃণালিনী কুমদিনী গণ :
নব প্রণালীতে প্রেম করে উদ্‌যাপন,
থলি থলি "আয়লো আলি, কুসুম তুলি" কত ;
প্রমোদ উদ্যানে প্রস্ফুটিত অবিরত ;
বীরত্বেরও অসদ্ভাব নাহিক হেথায়,
রাজপুত বঙ্গ ভূত যবন তাড়ায় ;
সকলই সুসভ্য হেথা স্বয়ং মন্দাকিনী
অবতীর্ণা 'একসা' রূপে পতিত পাবনী,
'গ্রিনরুমে' ভোগবতী হইয়া উত্থান
ক্রমে ক্রমে চতুর্দ্দিক ভাসাইয়া যান ।

অদূরে 'উদারা' 'তারা' তাঁহে কার্য্যরত,
একে গজাধিক দাড়ি তাহে হিন্দি বাত;
কাজেই অনেক বাবু সুরসিক জন,
ধীরে ধীরে তথা হতে করেন গমন;
তুমিও পাঠক যদি রসিক নাগর,
বাবুদের পিছে পিছে হও অগ্রসর;
প্রবেশ যাইয়া ওই জাঁকাল আসরে,
কিন্তু সাবধান যেন ফিরে এস ঘরে।

এই আসরের পুরাতন ইতিহাস,
কথঞ্চিত এই স্থলে করিব প্রকাশ;
সৃষ্টি কালে বিশ্ব কর্ম্মা ব্রহ্মার 'অর্ডারে';
একাধারে অষ্টায়ুধ বিনির্ম্মাণ করে;
একাধারে ক্ষুর ধার অস্ত্র আট খান,
নিরন্তর মন্ত্রপূত অব্যর্থ সন্ধান;
বহুদিনাবধি এই আয়ুধ প্রবর,
ব্রহ্মার ভাণ্ডারে রয় প্রভা খরতর;
ক্রমেতে, কলির শেষে, হইল যখন,
বাবু বিনাশিনী শক্তি পেল প্রয়োজন,
তারযোগে সর্ব্বাত্মক 'ইনডেন্ট' পাঠায়,
ব্যোমকেশ(ও)ডি,ও,(D.O.)এক লিখিলা ধাতায়:
' প্রিয় ব্রহ্মা মহাশয় " করি নিবেদন,
ইদানীং মর্ত্ত লোকে করে বিচরণ;
বাবু আখ্য একরূপ বিজাতীয় প্রাণী;
কি জাতিত্ব তার আমি স্বয়ং না জানি,
চিত্রগুপ্তে করেছিনু এ তত্ত্ব 'রেফার'
তাঁহারও কৈফিয়ৎ ইথে নহে পরিষ্কার,

পুরাতন কাগজাত করে অন্বেষণ ;
রিপর্টিলা গুপ্ত যাহা করি 'কোটেষণ'
নিয়ে কথঞ্চিত তার "-"অবগতি তরে,
তদন্তে যা পাই আর জানাইব পরে"
"মর্ত্তভুমে বাবু নাম ধারী জানোয়ার,
উৎভট সৃজন ঠিক জানি না কাহার ;
স্বর্গ রেজিষ্টারে তার নাম মাত্র নাই,
সমগ্র দপ্তর খুঁজে কিছুই না পাই ;
বাবুর প্রকৃতিগত যে গুণ নিচয়,
একাধারে অদ্যাবধি হইতে উদয়
দেখি নাই আমি ;—ভুষণ্ডীও দেখে নাই
বাবু হেন 'হজ পজ' এত এক ঠাঁই ;
সংক্ষেপতঃ এই সৃষ্টি নহেক আসল,
যা কিছু বাবুতে আছে সকলই নকল ;
নকলে নিপুণও বটে এই জানোয়ার,
তাহা শিখে যাহা দেখে জগতে অসার ;
অসারতা প্রিয় তার সমগ্র প্রকৃতি,
খর্ব্ব কায় বীর্য্যহীন নরের আকৃতি :
জাতিত্ব কখন তার হবে নাক স্থির,
ত্রিজগতে তারা সর্ব্ব জাতির বাহির ;
নিশ্চিত কিছুই নাই তাহাদের দলে,
যে দিকে বাতাস বয় সেই দিকে চলে ;
শ্বেত দ্বীপ বাসী এক জাতীয় কিন্নর,
আপাততঃ বাবুগণ তাহাদেরই চর ;
তাদের উচ্ছিষ্টে করে জীবন ধারণ,
তাদের নিকট ভিক্ষা মাগে অনুক্ষণ ;

চরণ লেহন করে আহারের তরে,
আহার না পেলে কিছু গোলযোগ করে,
বড়ই কোমল খল স্বভাব তাহার ;
ভীতি গীতি রতি সক্ত করে কায়াচার
ইত্যাদি অনেক কথা গুপ্ত মহাশয়,
লিখিয়া 'বাবুর' দিয়াছেন পরিচয় ;
অন্য নিম্ন অফিসর আমলা মহলে,
এ সম্বন্ধে নানা জন নানা কথা বলে ;
সে সকল এই স্থানে বলা অপ্রয়োজন,
এবে আবশ্যক যাহা করি নিবেদন ;
ক্রমে ক্রমে 'বাবু' এত বাড়িছে জগতে,
বিশেষ বিধ্বংস তার সৃষ্টি ক্রিয়া মতে,
হইয়াছে প্রয়োজন, স্রষ্টা মহামতি !
বিলম্বে বাড়িছে খালি পৃথ্বীর দুর্গতি,
জরা আদি আধি ব্যাধি যত অনুচর ;
অবশ্য আঘাত করে বাবুর উপর,
কিন্তু স্বভাবতঃ তারা নিয়ম অধীন ,
এ কারণ আবশ্যক এমত 'মেসিন' ;
এমত আয়ুধ প্রভু যার এক ঘায়,
পালে পালে বাবুগণ রসাতলে যায় ;
কালান্তের 'বৈদ্যুতিক' এক আবেদন,
পাঠাইনু মহাপ্রভু তোমার সদন ।
উপসংহারেতে দেব আর এক কথা,
অবশ্য ধ্বংসের আছে বহুবিধ প্রথা ;
বাবু স্বভাবতঃ কিন্তু তরল যেমন,
উপযোগী যন্ত্রে তার ধ্বংস প্রয়োজন ;

অতএব চতুর্ম্মুখ করিয়া বিচার,
স্বজিবেন সেই যন্ত্র ; কি লিখিব আর ;
"কোলিগ" বিষ্ণুর কাছে ইহার নকল,
অবগতি তরে পাঠাইনু অবিকল ;
অন্যান্য কুশল সব নিবেদনমিতি,
তব বশম্বদ ভৃত্য শ্রী কৈলাসপতি" ;

শিব পত্র পেয়ে ব্রহ্মা বিচারিয়া মনে,
স্মরিলা সে উপরোক্ত আয়ুধ রতনে ;
তখনি ব্রহ্মার আগে, আসিয়া ত্বরিত,
একত্রেতে অষ্টায়ুধ হ'ল উপস্থিত ;
দুর্গন্ধে তাহার ব্রহ্মা নাকে দেন হাত,
ইঙ্গিতে তাহারা কিছু রহিল তফাত ;
অনন্তর চতুর্ম্মুখ—করি সম্বোধন,
কহেন আয়ুধে,—"মর্ত্তে করিয়া গমন
বিনাশহ বাবুকুল আপন প্রভায়,
থাকিবে সতত তথা যমের আজ্ঞায়" ;
এত শুনি অষ্টায়ুধ হর্ষে পুলকিত,
আট মুখে কহে ;—"প্রভু হইলাম প্রীত ;
বহুকাল পড়ে আছি ভাণ্ডারে তোমার,
মোদের মাহাত্ম্য দেব হয় নি' প্রচার ;
এক্ষণ যদ্যপি তুমি হলে কৃপাবান,
অবিলম্বে কর প্রভু কায়ার বিধান ;
মায়ার সংসারে যেতে কায়া প্রয়োজন,
অতএব করে দাও কায়া সংযোজন" ;

বিধাতা কহেন " ইথে কভু নয় আন,
অবশ্য করিব যোগ্য কায়ার বিধান ;
রম্ভাবতী-লোম-জাত নরক নন্দিনী,
'খ্যামটা' নামে আছে কন্যা রতির মেতরাণী ;
নিতম্বাদি অঙ্গে তার করি' আরোহণ,
বঙ্গ-দেশে যেয়ে কর 'বাবু'র নিধন " ;
স্রষ্টার আজ্ঞায় আসে 'খ্যামটা' বিনোদিনী,
তালে তালে ফেলি পদ "তা ধিনী তা ধিনী" ;
নিতম্বে অপাঙ্গে তার ওষ্ঠে পয়োধরে,
রসনায় আর সর্ব্ব শরীর ভিতরে ;
যুগপৎ অষ্টায়ুধ প্রবেশ করিল,
ধিনী ধিনী নিতম্বিনী নাচিতে লাগিল ;
নাচিতে নাচিতে বঙ্গে করিল প্রবেশ,
ঘুচাইতে ধরণীর 'বাবু' ভার ক্লেশ ;
ক্রমেতে খ্যামটা-বংশ বাড়িতে লাগিল,
দিনে দিনে বঙ্গভূমি চৌদিকে ঘেরিল ;
প্রাগুক্ত আসরে সেই খ্যামটা নন্দিনী,
নাচিতেছে কতিপয় রস তরঙ্গিনী ;
"এখন কিহে বঁধু" ছলে ডাকিছে শ্রোতায়,
"অধঃপাতে যাবি শীঘ্র আয় আয় আয় ।"

সমাপ্তিনু এতক্ষণে পূর্ব্ব ইতিহাস,
শুনিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে হয় স্বর্গ বাস ;
আসর বর্ণন(ও) শেষ করিনু হেথায়,
সরস্বতী ততোধিক লক্ষ্মীর আজ্ঞায় ;

তৃতীয় নম্বরে ; জয় জয় সুরেশ্বরী,
বোতল বাহিনি বালে ! কিরূপ আমরি ! !
তরল তরঙ্গে বঙ্গে ভাসায়ে নে চল,
বাঙ্গালী জীবনে আর কি করিবে বল !
জয় জীন স্যাম্‌পীন জয় ব্র্যাণ্ডি ! সেরি !
অবশ্য তোমারও জয় দেশী' ধান্যেশ্বরি ;
জয়স্তে অর্ব্বুদ কোটী মদের দোকান,
জয় শুল্কহীন ভাটী যত পীঠ স্থান !
জয়স্তে 'শুণ্ডীকালয়' কি মধুর নাম,
জয়স্তে পুণ্ডরিকাক্ষ শুণ্ডী গুণ ধাম ;
জয় সিদ্ধ পীঠ দ্বয় প্যারিস লণ্ডন,
জয় স্বরে বঙ্গ কবি করে আবাহন ;
শুনিয়াছি না কি দেবি ! তোমার কৃপায়,
কবির মগজ একেবারে খুলে যায় ;
দীনে যদি কর দেবি দয়া এক বার,
ক্ষণেকে বর্ণিয়া লই পূজার বাজার ;
শক্তির উৎসব কভু নিরামিষ নয়,
জয় ব্র্যাণ্ডি কর বঙ্গে যকৃৎ সঞ্চয়,
জয় ব্র্যাণ্ডি কর 'ডিলিরিয়ম' সঞ্চার,
"ঢাল ঢাল ঢাল ঢাল ঢাল রে আবার ;
আব্রহ্মং স্তম্ভ পর্য্যন্তং খাও পেট ভরে,
আপাদ মস্তিকে মদ্য ঠাস স্তরে স্তরে;
সাবধান যেন স্থান বিন্দু নাহি রয়,
শক্তির উৎসব যেন বিফল না হয় ।"
"এখনও হ'ল না 'ডিলিরিয়ম' সঞ্চার ?
"ঢাল ঢাল ঢাল শীঘ্র ঢাল পুনর্ব্বার ;"

"ঢালিতেছি বার মাস এখনও ঢালিব ?
"স্বরা পারাবারে আজ সগোষ্ঠী ডুবিব !!"
'ক্যাপিটল' !! পুরুষার্থ আর কাকে কয় ?
স্বরা স্রোতে ভাসে বঙ্গ কি ভয় কি ভয় !
কে তুমি অস্থর পরে মহিষ মর্দ্দিনি!
বোতল বাহিনী বঙ্গে শাসিছে ইদানী ;
'সপ্তমী' প্রারম্ভ তব 'দশমী' বিনাশ,
স্বরার উৎসব হেথা হয় বার মাস ;
তুমি আদ্যা শক্তি, সদ্যা শক্তি শেল তিনি,
সম্মুখ সংগ্রামে জয়ী "ভাঁড়ে মা ভবানী" !
দেখি বঙ্গ ন্যায় যুদ্ধে তোমার নিধন,
স্বরধনী তীরে করে তব সপিণ্ডন ;
সমারোহ শ্রাদ্ধ তব করে দিনত্রয়,
কিসে তবে বঙ্গবাসী কীর্ত্তিবান নয় ?
বাহিরে-ভিতরে-আঁস্তা-কুড়ে, নরদামায়,
শক্তি শোকে আহা তারা গড়াগড়ি যায় !!!

সপ্তমী হইল শেষ অষ্টমী আগত,
সন্ধি পূজা আদি সব হয় রীতিমত ;
সপ্তমী সদৃশ সব আজ অষ্টমীতে,
অতএব দিবনাক 'পুঁথি বেড়ে যেতে'

—০০—

নবমীতে অজাকুল করিয়ে নিধন,
কাদামাটি মেখে নাচে ভূত পেত্নীগণ ;
আর আর যে ব্যাপার নিষিদ্ধ বর্ণন,
যেহেতুক করিয়াছি 'মেম্বার্য্য' গ্রহণ ;

"অশ্লীলতা নিবারিণী মহতী সভায়"
হায় পূজা ফুরাইল !! রজনী পোহায় !

হায় পূজা শেষ ! এল বিজয়া গোধূলি,
এস হে পাঠক—তবে করি কোলাকুলী ;
প্রাণভরে কোলাকুলী করি এস ভাই,
দোষে গুণে, বঙ্গবাসী, তোমাকেই চাই !

বিসর্জ্জন।

নবমীর নিশা হায় প্রভাত হইল!
বঙ্গের বিশাল বক্ষ বিষাদে ভরিল!
বিসর্জ্জন! বিসর্জ্জন! আজরে প্রতিমা!
গভীর সলিলে আজ, বঙ্গের গরিমা;—
বিসর্জ্জন! বিসর্জ্জন! হায় বিসর্জ্জন!!
গভীর সলিলে আজ জন্মের মতন,
শক্তি শান্তি সৌন্দর্য্যের মহা বিসর্জ্জন,
হা বিধাত! বঙ্গে আজ কর দরশন!!!
বিসর্জ্জন?
কেন বিসর্জ্জিবে বঙ্গ সোণার প্রতিমা?
কেন বিসর্জ্জিবে বঙ্গ স্বর্গের গরিমা?
কেন বঙ্গ বিসর্জ্জিবে, কেন হেন ধন?
বিসর্জ্জন নহে কভু নহে বিসর্জ্জন!!
সোণার প্রতিমা বঙ্গ বিসর্জ্জন দিযে,
একাকিনী অভাগিনী বহিবে কি লয়ে?
জীবন্ত শকতি বঙ্গ বিসর্জ্জন দিবে,
তাই কি সম্ভব? বল কেমনে বাঁচিবে?
না না না;—অসম্ভব ওরে বিসর্জ্জন,
এখনও জীবন্ত আছে মায়ের জীবন!

কে বলে জীবন্ত নয় মায়ের প্রতিমা,
কে বলে বিলুপ্ত ওরে বঙ্গের গরিমা?
কোন প্রাণে কে বলে রে দিবে বিসর্জ্জন?
জীবন্ত জাগ্রত মাতা পূর্ব্বের মতন;—

ক্ষরিছে করুণা রশ্মি মার ত্রিনয়নে,
কতই স্নেহের ভাব প্রশান্ত বদনে,
ডাকিছেন স্নেহময়ী ;—"বাছারে আমার,
" কেন মুখ খানি অত হয়েছে আঁধার,
" যাহা চাস্ তাই দিব আয় কোলে আয়,
" শক্তি শান্তি কি লয়িবি বল রে আমায় ;
" কেন রে বিষাদ, আমি আছিরে যখন,
" এ সংসারে কোন বস্তু বল প্রয়োজন ?
" এখনই দিব তাহা আয় কোলে আয়,
" আঁধার করিয়ে মুখ কাঁদাস না মায় " ।

ডেকে বলিছেন কত, কররে শ্রবণ,
বারেক ওমূর্ত্তি পানে কর নিরীক্ষণ,
তবেই বুঝিবে মাতা সুপ্ত কি জাগ্রত,
তবেই বুঝিবে মার প্রাণে স্নেহ কত !
দেখিয়াছ ? দেখ নাই ;—নয়ন তোমার,
খুলে নাই, দেখ ভাই, বারেক আবার ;
জ্ঞান চক্ষে প্রেম চক্ষে কর নিরীক্ষণ,
আনন্দময়ীর ওই আনন্দ বদন ।
বল হে এখন ;—মাতা সুপ্ত কি জাগ্রত,
বুঝেছ কি এবে মার প্রাণে স্নেহ কত ?

* * * *

হাসিছেন মহালক্ষ্মী আনন্দরূপিণী ;
হাসিছেন স্নেহময়ী বঙ্গের জননী ;
হাসিছেন জগন্মাতা ভব নিস্তারিণী,
হাসিছেন মহাশক্তি মহিষ-মর্দ্দিনী !!

কি মধুর হাসি সুখ শান্তি ময়,
কি মধুর হাসি আনন্দ আলয়,
কি মধুর হাসি অস্ফুট অস্ফুট ;
রেখা মাত্র তাও অর্দ্ধ পরিস্ফুট,
কিন্তু দেখ দেখ কত শক্তি তায়,
পাষাণেতেও প্রাণ ঢালিয়া দেয় !!
শক্তি সৌন্দর্য্যের এ হেন প্রতিমা,
স্নেহের প্রেমের আহা অন্ত সীমা,
হেন ইষ্ট দেবী—বঙ্গের গরিমা,
কে বলে রে আজ হবে বিসর্জ্জন !!!

কে বলে পাষাণময়ী মায়ের মূরতি,
কে বলে রে মৃন্ময়ী অনন্ত শকতি,
কে বলে মা সুপ্ত মৃত ;—কোন মূঢ়মতি ?
অন্ধ অন্ধ !! তার নাহি নয়ন !!!

* * * *

কেন বিসর্জ্জিবে বঙ্গ জীবন্ত প্রতিমা ?
কেন বিসর্জ্জিবে বঙ্গ স্বর্গের গরিমা ?
কেন বিসর্জ্জিবে বঙ্গ স্বাধীনতা ধন ?
বিসর্জ্জন নহে কভু নহে বিসর্জ্জন।

* * * *

হায় !!!
তবে কেন মা জননী করেন গমন,
পা দু' খানি ধরে এস করি নিবারণ ;
কোথা গো গিরীশ রাণী, কোথা শৈলেশ্বর, !
দেখিলে না চেয়ে, যায় শূন্য করি ঘর—

যায় যে লাবণ্যবতী সতী উমাধন,
যায় যে " দুখের মেয়ে" কর গো বারণ ;
কর গো বারণ গেলে এ অচল কায়,
কে চালাবে আর বলি মোহিনী মায়ায়,
কে ডাকিয়ে আর মাতৃ পিতৃ সম্বোধনে,
শীতল করিবে ওগো তাপিত পরাণে ?
কি লয়ে রহিবে ঘরে বাঁচাবে জীবন
যায় যে প্রাণের প্রাণ সতী উমাধন।

হায় গিরিরাজ নিদ্রা অভিভূত !
হায় গিরিরাণী শোকে মূর্চ্ছাগত !
মায়ের পরাণে সয় আর কত !
কোথা গেল আহা " দুখের মেয়ে" !
হায় গিরিরাজ নিদ্রা অভিভূত,
গিরীশ রমণী শোকে মূর্চ্ছাগত ;
হইল বিগত বর্ষ সপ্ত শত ;
কে হায়রে এবে দেখিবে চেয়ে !!

* * * *

সপ্ত শত বর্ষ পূর্ব্বে রে ভ্রান্ত হৃদয় !!
হইয়াছে বিসর্জ্জন আজ অভিনয় !!
বাৎসরিক অভিনয় হায়রে তাহার !!
সময় সাগর গর্ভে আজ পুনর্ব্বার !!
শক্তি, শান্তি সৌন্দর্য্যের দিয়া বিসর্জ্জন—
হা বিধাত ! বঙ্গভূমি উন্মাদ এখন !!!

নবমী রজনী শেষ, নিবিল প্রদীপ!
নিবিল প্রদীপ—হায়! নিবুক জীবন!
নিবুক নক্ষত্র পুঞ্জ রবি শশধর—
নিবুক নিবুক সব হ'ক বিসর্জ্জন!!

হইয়াছে বিসর্জ্জন হায় বহুদিন!!
বর্ষে বর্ষে অভিনয় হয় মাত্র তার!!
নির্ব্বাণ প্রদীপ! গৃহ আলোক বিহীন!!
আঁধাব আঁধার হায়! সকলই আঁধার!!'